বেধড়ক পিটুনি

(১২-এর পাতার পর)

উস্কানিদাতা, অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ঘটনার প্রতিবাদে আগামীকাল সকাল ১১টায় প্রতিবাদ সভার কর্মসূচি দিয়েছে জাতীয় প্রেসক্লাবে।

রবিবার সন্ধ্যায় রোকেয়া হলের সামনে থেকে অবস্থান ত্যাগ করে চলে যাবার পর সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ক্যাম্পাস কার্যত ফাঁকা ছিল। সোমবার সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথ ধরে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করলেও পুলিশ তাঁদের ঢুকতে দেয়নি। উল্লেখ্য, উপাচার্য প্রভৃতির পদত্যাগের দাবিতে সৃষ্ট প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার রোকেয়া হলের সামনে পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ছাত্র মহাসমাবেশের কর্মসূচী ছিল। কিন্তু পুলিশ সকাল থেকেই পুরো এলাকাটি ঘিরে নজিরবিহীন অবরোধ পরিস্থিতি তৈরি করে রাখে। ক্যাম্পাসে ঢুকতে ব্যর্থ ছাত্রছাত্রীদের একাংশ শাহবাগ মোড়, অপর অংশ অবস্থান নেয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায়। শাহবাগ মোড়ে প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিচয়পত্র দেখিয়েও ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পেরে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্লাকার্ড প্রদর্শনসহ নানা স্লোগানে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। সকাল সকাল সাড়ে এগারোটায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা শাহবাগে পুলিশী ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে পড়ে ক্যাম্পাসে। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ক্যাম্পাসমুখী ছাত্রছাত্রীদের রুখতে মারমুখী পুলিশও ছুটতে থাকে তাঁদের পিছনে পিছনে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ছাত্রছাত্রীরা সোজা গিয়ে অবস্থান নেয় রোকেয়া হলের সামনের রাস্তায়, যেখানে রবিবার গড়া হয়েছিল মুক্তাঞ্চল। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর পদত্যাগ দাবিতে নানা স্লোগান দিতে থাকে তারা। আর ওই অবস্থায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের ক্রমান্বয়ে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে পুলিশ। বেলা ঠিক ১২টা ৫ মিনিটে প্রতিবাদ সমাবেশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় বৃষ্টির মতো কাঁদানে গ্যাস শেল, হ্যান্ড গ্যাস গ্রেনেড নিক্ষেপ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছাত্রছাত্রীরা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করলে পুলিশ তাদের ওপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ শুরু করে। কিন্তু এই লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস উপেক্ষা করে সাহসী ছাত্রছাত্রীরা কিছুক্ষণ পরই আবার এসে রোকেয়া হলের সামনে অবস্থান নিতে থাকে। কিছু ছাত্রী রোকেয়া হলে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের কনস্টেবলরা ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কতিপয় ছাত্র। পুলিশ তখন আরও মারমুখী ভূমিকা নেয়। শুরু হয় আবার টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপপর্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রাণ রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, সমীর কুমার শীল, জাহিদ হোসেন চৌধুরী, রুবায়েত ফেরদৌস, হাফিজুর রহমান কার্জন প্রমুখ ছাত্রদের ওপর আক্রমণ না করার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতি অনুরোধ করতে থাকেন। পুলিশ পরিস্থিতি একটু শান্ত হওয়ার সুযোগ নেয়। ঠিক সোয়া ১২টায় আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করে এডিসি (ডিবি) কোহিনুর মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের ওপর। ওই অপারেশনে অংশ নেয় অনেক অস্ত্রধারী পুলিশ সদস্যও। পুলিশী আক্রমণে টিকতে না পেরে ছাত্রছাত্রীরা হাকিম চত্বরসংলগ্ন গেট, দেয়াল টপকিয়ে লাইব্রেরী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। অনেক শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয় মসজিদসংলগ্ন গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে পড়ে ছাত্রদলের ক্যাডারদের আক্রমণের মুখে। সরকারের এক উপমন্ত্রীর ছোট ভাই সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর নেতৃত্বে সেখানে অবস্থানরত ছাত্রদল ক্যাডাররা সাধারণ ছাত্রদের বেদম প্রহার করে।

বেপরোয়া পুলিশ সোমবার ক্যাম্পাসে শুধু ছাত্রই নয়, টিএসসি এলাকায় অবস্থানরত শিক্ষক, সাংবাদিকদের ওপরও নির্বিচারে লাঠিচার্জ করেছে। লাঠিচার্জে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন গুরুতর আহত হন। শুধু লাঠিচার্জই নয় দেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট এই শিক্ষককে রাস্তার ওপর লাথি মেরে ফেলেছে পুলিশের এক কনস্টেবল। চিৎকার করে তিনি তাঁর পরিচয় বলেও নির্দয় পুলিশের কোন সহানুভূতি পাননি। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি এখন চিকিৎসাধীন আছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন দৈনিক প্রভাতের স্টাফ রিপোর্টার দীপক আচার্য, ডেইলি স্টারের স্টাফ রিপোর্টার জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। ক্যাডাররা রয়টারের ফটোসাংবাদিক রফিকুর রহমানের ক্যামেরা কেড়ে নেবার জন্য টানাটানি করেছে। ঘটনার প্রতিবাদে টিএসসি এলাকায় উপস্থিত সাংবাদিকরা তাৎক্ষণিকভাবে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিল শেষে তাঁরা রাজু স্মৃতি ভাস্কর্যের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে ঘটনার প্রতিবাদ জানান। হারুন উর রশীদ, আরিফুর রহমান, ফিরোজ চৌধুরী, বোরহানুল হক সম্রাট প্রমুখ সেখানে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি এই সম্রাটকেই বিকালে পুলিশ ক্যাম্পাসে তাঁদের সাংবাদিক নির্যাতনের দিনের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচির সময় পিটিয়েছে। অবরুদ্ধ রোকেয়া হলের সামনে নির্যাতনের পর আটক ছাত্রদের পুলিশ প্রথমে হাতকড়া পরিয়ে আটকে রেখেছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত শিক্ষকরা এর প্রতিবাদ করে ছাত্রদের হাতকড়া খুলে দিতে বলেন। প্রতিবাদ করতে থাকেন বিক্ষুব্ধ অনেক শিক্ষার্থী। ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপির সঙ্গে পুলিশের তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে পুলিশ পপিকে টানাহেঁচড়াও করে। পরিস্থিতি শান্ত হবার পর দুপুর সাড়ে ১২টায় হঠাৎ বিকট শব্দে ক্যাম্পাসে আসে রায়ট কার। আবার শুরু হয় বৃষ্টির মতো টিয়ার শেল নিক্ষেপ। চারদিকে ঘুরে ঘুরে গ্যাস শেল মারতে থাকে রায়ট কার। এই তাণ্ডব চলে বেলা একটা পর্যন্ত।

সাংবাদিকদের একটি দল উপাচার্যের অফিসে গিয়ে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে আসেন। তাঁরা সেখান থেকে ফিরে আসতেই বিকাল পৌনে ৩টায় পুলিশ আরেক দফা সাংবাদিক পিটিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি, প্রথম আলোর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার বোরহানুল হক সম্রাট, সমিতির সাধারণ সম্পাদক দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার খাদেমুল ইসলাম হৃদয়, দৈনিক ইত্তেফাকের সাইফুল হক সাবু, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের মোঃ নুরউন নবী, আজকের কাগজের শংকর রায়, নিউ নেশনের শফিউল হক, প্রজন্মের তৌহিদুল রহমান প্রমুখ পুলিশী প্রহারে আহত হয়েছেন শাহবাগ এলাকায়। মারমুখী পুলিশকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে সেখানে ছাত্রদল নেতা মনির হোসেনসহ কয়েক ছাত্রদল নেতাও পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন। সম্রাটসহ আহত বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারদের নগরীর সাউথ এশিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের দেয়া হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসা।

আহত সাংবাদিকদের দেখতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, উপ-উপাচার্য আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, পুলিশের আইজি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নান, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শফি আহমদ, এসএম কামাল হোসেন, ছাত্রদল, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। অবরুদ্ধ ক্যাম্পাসে এখনও